একক ৬ ❐ সাধারণ গ্রন্থাগার

গঠন

৬.১ প্রস্তাবনা
৬.২ ইতিবৃত্ত
৬.৩ লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন
৬.৪ সংগ্রহ
৬.৫ কার্যাবলি
৬.৬ সামাজিক তথ্য
৬.৭ তথ্যের চাহিদা
৬.৮ তথ্যের বিভিন্ন ধরন
৬.৯ টেলি কেন্দ্র হিসাবে গ্রামীণ গ্রন্থাগার
৬.১০ অনুশীলনী
৬.১১ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

৬.১ প্রস্তাবনা

জনসাধারণের অর্থে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য ও জনসাধারণের কল্যাণের স্বার্থে যে গ্রন্থাগার সেটাই সাধারণ গ্রন্থাগার। জনসাধারণের প্রয়োজন মেটাবার জন্য মুদ্রিত উপাদান, দর্শন-শ্রবণ ও ইলেকট্রনিক ফরম্যাট সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, বিনষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করা, বিশ্লেষণ করা, তথ্য এবং মানুষের কল্পনাশক্তির সৃজনশীলতার বিষয়ে সমাচার সরবরাহ করা। সাধারণ গ্রন্থাগার ধনী দরিদ্র, যুবকবৃদ্ধ সকলের জন্য উন্মুক্ত এক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এটি এমন এক প্রতিষ্ঠান যার জন্য বয়সের কোনো সীমারেখা নেই। শেখার আগ্রহ ছাড়া অন্য কোনো প্রবেশপত্রের দরকার হয় না। স্বেচ্ছা আরোপিত সীমার বাইরে এখানে উন্নতির কোনো পরিসীমা বেঁধে দেওয়া নেই। সাধারণ গ্রন্থাগারকে তাই জনগণের বিশ্ববিদ্যালয় বলা হয়ে থাকে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সব ব্যক্তি নিজের স্তর থেকে শুরু করে এবং নিজের গতিতে অগ্রসর হয়।

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন সাধারণ গ্রন্থাগারকে শুধুমাত্র একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসাবে দেখেছিলেন এবং সেই ভাবে ব্যবহার করেছিলেন, শুধু তাই নয় তিনি তার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছিলেন শিক্ষাবিস্তারের একটি প্রতিষ্ঠান যার মাধ্যমে জনসাধারণ তাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং উন্নত নাগরিক হতে পারে।

হারবার্ট বি. এডাম্‌স-এর করা উদ্ধৃতি মতে ওয়ালডো ইমার্সন সাধারণ গ্রন্থাগারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছিলেন, সাধারণ গ্রন্থাগার এমন এক স্থান যেখানে "সব সভ্য দেশের সহস্র বছরের জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ ও রসিক শ্রেষ্ঠ মানুষদের জ্ঞান ও রসবোধের ফলাফল সুন্দরভাবে রক্ষিত আছে।"

রঙ্গানাথন বলেন, সাধারণ গ্রন্থাগার এমন এক "প্রতিষ্ঠান যা সমাজের দ্বারা ও সমাজের জন্য মুখ্যত সমাজের সমস্ত মানুষকে সারা জীবন ধরে স্বশিক্ষার সহজ সুযোগ দিয়ে সামাজিক উদ্দেশ্য সাধন করে থাকে।" রঙ্গানাথনের মতে সাধারণ গ্রন্থাগার জনসাধারণের অর্থে গড়ে ওঠে ; সেই অঞ্চলের জনসাধারণকে পরিষেবা দেয় ; এবং নিশ্চিতভাবে এটি একটি সেবামূলক গ্রন্থাগার।

ইউনেস্কোর ইস্তাহার স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে যে, "সাধারণ গ্রন্থাগার আইনের সুস্পষ্ট নির্দেশ নিয়ে এমনভাবে প্রতিষ্ঠা করা উচিত যার ফলে দেশ জুড়ে সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষেবা সম্ভব হতে পারে।"

সাধারণ গ্রন্থাগারের বৈশিষ্ট্যের বিষয় নিম্নলিখিত ধরনে উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ

(ক) জনসাধারণের অর্থ থেকে এর ব্যয় নির্বাহ হয় ;

(খ) পাঠকদের কাছ থেকে কোনো প্রবেশমূল্য নেওয়া হয় না তবু জাতি, বর্ণ এবং লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলে এর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারে ;

(গ) এটিকে একটি সহায়কারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলাই লক্ষ্য যেখানে সীমাহীনভাবে স্বশিক্ষার সুযোগ আছে ;

(ঘ) বিভিন্ন বিষয়ে সংস্কারমুক্ত সংবাদ পরিবেশন করার জন্য এটি উপকরণ সংগ্রহ করে।

৬.২ ইতিবৃত্ত

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে ব্রিটেন ও অন্যান্য স্থানে জনসাধারণের জন্য গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, কিন্তু সত্যিকারের সাধারণ গ্রন্থাগার প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এবং তার উদ্দেশ্য ছিল শ্রমজীবী মানুষদের মধ্যে বিদ্যা, সংস্কৃতি এবং কারও মতে নৈতিকতার শিক্ষা দেবার জন্য। Kelley-র মতে, অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজের সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়কে অন্যান্য কলেজ থেকে স্বতন্ত্র করে বোঝাবার জন্য Public Library শব্দটি প্রথাগত শব্দ হিসাবে ল্যাটিন ভাষায় (Bibliotheca Publica) প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দী থেকে শুরু করে endowed library-র প্রসঙ্গে শব্দটি আধুনিক অর্থে পুনঃপুনঃ ব্যবহৃত হতে থাকে। দীর্ঘ বছর ধরে সাধারণ গ্রন্থাগার-এর শ্রমিকশ্রেণি চরিত্র ছিল। কিন্তু ১৯৩০-এর দশকে এর পরিবর্তন হতে থাকে যেহেতু মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ এর প্রতি বেশি পরিমাণে আকৃষ্ট হতে থাকে। ১৯৬০ ও ১৯৭০ এর দশকে এই পেশার সঙ্গে যুক্ত অনেকে ভাবতে থাকেন যে, এই পরিষেবা সময়োপযোগী সামাজিক চাহিদা পূরণ করতে পারছে না। গবেষণায় দেখা গেছে যে সাধারণ গ্রন্থাগার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় বহুল ব্যবহৃত জনসেবামূলক কাজের মধ্যে একটি বলে স্বীকৃতি পাচ্ছে।

ভারতে সাধারণ গ্রন্থাগারের অগ্রগতির প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বছর হল ১৮০৮ খ্রি. যখন বম্বে 'সাহিত্য বিষয়ে উৎসাহিত করার জন্য নির্দিষ্ট পুঁজি' থেকে প্রকাশ করা গ্রন্থের কপি দেবার জন্য গ্রন্থাগার পঞ্জীয়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বম্বে, কলকাতা ও মাদ্রাজ এই তিনটি প্রেসিডেন্সি শহরে স্থানীয় ইউরোপীয়ানদের সক্রিয় সহায়তায় সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতে গ্রন্থাগার আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। এই পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য ছিল ভারতের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের গ্রন্থাগারের বিষয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠা। ১৯৩৭ সালে যখন কংগ্রেস অনেকগুলি প্রদেশে ক্ষমতায় আসে, গ্রন্থাগার উন্নয়নের তৃতীয় পর্যায় শুরু হয়। এই পর্যায়ে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রামীণ গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা হয়। ভারতে গ্রন্থাগার আন্দোলনের চতুর্থ পর্যায়কে সংহতির পর্যায় বলে বর্ণনা করা যায়,—সংহতি হল দেশের বেশিরভাগ মানুষের কাছে গ্রন্থাগার পরিষেবা পৌঁছে দেবার জন্য আমাদের সম্পদের সদ্ব্যবহার করা। প্রথম ঘটনাটি হল ১৯৪৮ সালে একটি আইনের মাধ্যমে পুরনো Imperial Library-কে জাতীয় গ্রন্থাগার হিসাবে প্রতিষ্ঠা দেওয়া। দ্বিতীয় ঘটনা হল 'মাদ্রাজ পাবলিক লাইব্রেরি অ্যাক্ট ১৯৪৮' পাশ করা, এবং তৃতীয় ঘটনাটি হল ইউনেস্কোর উদ্যোগে ১৯৫১ সালে দিল্লি জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা।

আমাদের দেশে জাতীয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উৎপত্তির ইতিহাস খুঁজতে গেলে দেখা যাবে ভারতে জাতীয় গ্রন্থাগারের বিষয়ে পর্যালোচনা করা ও ভবিষ্যতের উন্নতির জন্য প্রস্তাব পেশ করার জন্য ভারত সরকার ১৯৫৭ সালে সিনহা কমিটি নিয়োগ করেন। সিনহা কমিটির পরামর্শমতো দেশে উন্নত ধরনের জাতীয় গ্রন্থাগার পরিষেবা দেবার উদ্দেশ্যে ১৯৬৩ সালে সেন কমিটি নিযুক্ত হয়।

একথা প্রণিধানযোগ্য যে গ্রন্থাগার পরিষেবার উন্নয়নের ব্যাপারে ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত রাজা রামমোহন রায় গ্রন্থাগার নিগম এদেশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। এর কার্যসূচির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হল সর্বস্তরে সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষেবার মান উন্নয়ন করার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্যের গ্রন্থাগারের মধ্যে সম্পদের বিনিময় করা।

৬.৩ লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন

সংস্কৃতির সমাজতাত্ত্বিক সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, সাধারণ গ্রন্থাগার হল অনেকগুলি বিষয়ের পরস্পরের সম্বন্ধ সূত্রে বাধা যা সমষ্টিগতভাবে সমাজকে সুগন্ধ, স্বাচ্ছন্দ্য ও সুরুচি দিয়ে থাকে। বস্তুত, এটি একটি জীবনধারা, সংস্কৃতির ভাষায় সাধারণ গ্রন্থাগারের লক্ষ্য হল ব্যক্তিজীবনের উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে সমাজজীবনের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি। সাধারণ গ্রন্থাগারকে একটি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং জীবনব্যাপী সার্বজনীন শিক্ষার প্রতি গণতন্ত্রের আস্থার ব্যাপারে এটি এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। সমঝদার নাগরিকদের জন্য এটি জ্ঞানের এক উৎস, যাদের সম্মিলিত বিচারধারার ওপর গণতন্ত্র টিকে থাকে।

সাধারণ গ্রন্থাগারের বিষয়ে ইউনেস্কোর ইস্তাহার প্রথম ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত হয়েছিল এবং আন্তর্জাতিক পুস্তক মেলা উপলক্ষে ১৯৭২ সালে International Federation of Library Associations and Institutions সেটি সংশোধন করে। যাকে সাধারণ গ্রন্থাগারের লক্ষ্যর বিষয়ে একটি বিস্তৃত ইস্তাহার বলা যায়। সাধারণ গ্রন্থাগার কী কী উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে এবং কী ধরনের কাজ করতে পারে সে বিষয়ে এটি অবশ্য বিস্তারিত সংবাদ দেয় না, তবে এটি অবশ্য-পালনীয় কতকগুলি মৌল প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে। সাধারণ গ্রন্থাগারের একটি অতি আবশ্যকীয় শর্ত হল সমাজে সবরকম মানুষের জন্য সমতার ভিত্তিতে বিনামূল্যে এটি ব্যবহার করার অধিকার।

সাধারণ গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যর বিষয়ে তিনটি বিশেষ কথা বলা হয়েছে ঃ এটি যারা ব্যবহার করে তাদের প্রয়োজন কী ধরনের ; গ্রন্থাগারটি একটি উপযুক্ত স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেকথা সুনিশ্চিত করা এবং এটিকে সুদক্ষভাবে পরিচালনা করা ও পরিষেবার উন্নতি ঘটানো। সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে নিচের প্রধান উদ্দেশ্যগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ

ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলা ও রক্ষা করার মতো উপায়ের ব্যবস্থা করা এবং প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জনে ব্যক্তিকে সহায়তা করা। একথা মেনে নেওয়া উচিত যে একজন ভালো পড়াশোনা করা লোক ভালো নাগরিক এবং সমাজের জন্য এক সম্পদ হয়ে উঠতে পারে।

রঙ্গানাথনের মতে, সাধারণ গ্রন্থাগারের ধারণা সব মানুষকে স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে তাদের রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন করার জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের নথিভুক্ত মতবাদ ও চিন্তাধারা নিরপেক্ষ ও সংযতভাবে পরিবেশন করা দরকার।

নাগরিকদের সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় সবরকম গ্রন্থাগারের পরিবেশন করা উচিত। যারা প্রতিদিনের জীবনধারা বা কাজ সম্পর্কিত সমস্যার খবরাখবর জানতে চান, তারা প্রথম প্রথম কিন্তু গ্রন্থাগারকে

প্রাথমিক উৎস বলে মনে করতেন না। একথা বিশেষ করে সেই বিশাল সংখ্যক মানুষ সম্বন্ধে খাটে যাদের লেখাপড়া খুব বেশিদূর এগোয়নি। এসব মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য গ্রন্থাগারকে বিশেষভাবে প্রস্তুত সাহিত্য পরিবেশন করার জন্য তৈরি থাকতে হবে যাতে জীবনভর পরিষেবা ও জনগণের উপযোগিতা অনুযায়ী এক নতুন শিক্ষাদাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে। এটি শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকলকেই সেবা করার জন্য দায়বদ্ধ।

এটি সাংস্কৃতিক জীবনের প্রাথমিক কেন্দ্র হওয়া উচিত এবং সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ ও সবরকম কলাবিদ্যার সমাজদায়িত্ব প্রসারে এর উদ্যোগী হওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য মানবতার অবশিষ্ট সাহিত্যকৃতি সংরক্ষণ করে সংস্কৃতির বাহক হিসাবে ভবিষ্যতে প্রজন্মের গবেষণার পথ প্রশস্ত করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

এটি বিনোদন ও মনোরঞ্জনের মাধ্যমে অবসর সময় অতিবাহিত করার ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। এভাবে সাধারণ গ্রন্থাগারের শিক্ষা, সংবাদ, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিল্প, সংস্কৃতি ও প্রাচীন ইতিহাস বিষয়ে বিশেষ ভূমিকা আছে। এর দৃষ্টিভঙ্গি হওয়া উচিত সজীব ও ইতিবাচক। বস্তুত সাধারণ গ্রন্থাগারে যেভাবে সমাজজীবনের বহুমুখী অথচ সুশৃঙ্খল গৌরবময় অভিজ্ঞতার বিবরণ যেমনভাবে তুলে ধরতে পারে, অন্য কোনো গ্রন্থাগারের পক্ষে তেমন সম্ভব নয়।

৬.৪ সংগ্রহ

সাধারণ গ্রন্থাগারের জন্য সংগ্রহের উন্নতি করা সম্ভবত খুবই গৌরবজনক কাজ এবং এর জন্য বহুবিস্তৃত কর্মপ্রয়াসের প্রয়োজন হয়। এখন সংবাদের প্রয়োজন খুব ব্যাপক এবং গ্রন্থাগারিককে প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত অনেকরকম প্রয়োজনের বিষয়ে অনুমান করতে হয় এবং প্রধান বিষয়গুলির বেশিরভাগের ওপর যথেষ্ট ভালো রকম গ্রন্থের সংগ্রহ রাখতে হয়। সমাজের সংস্কৃতির উন্নয়নকল্পে সাধারণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থগারিককে সাহিত্য, শিল্প, দর্শন, ইতিহাস, জীবনী ও ভূ-বিদ্যা বিষয়ক সমূদয় গ্রন্থের সংগ্রহ রাখতে হয়। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বা স্বশিক্ষার উন্নতির জন্য সাধারণ গ্রন্থাগার এমন সব শিক্ষাসামগ্রীর সংগ্রহ করতে হয় যার মধ্যে ভূ মিকা, উন্নতমানের লেখা অথবা একটি বিষয় থাকে। সাধারণ গ্রন্থাগারের বেশিরভাগ পাঠক কোনো-না-কোনো সময় অবসর বিনোদনের জন্য বই পড়েন, তাই এই ধরনের বই পড়ার সুযোগ থাকা খুবই জরুরি। জাতীয় গ্রন্থাগার সংস্কৃত বিষয়ক পাঠেও উৎসাহ দিয়ে থাকে যা যে-কোনো সমাজের পক্ষে জরুরি। সংস্কৃতি বিষয়ক পাঠ, বেঞ্জের মতে, সত্য, সুন্দর বা ভালোর বিষয়ে নিরাসক্ত অনুসন্ধান, যদিও এর মধ্যে অন্যান্য এষণাও মিশে থাকে, যেমন, সামাজিক গুরুত্বর বিষয়ে অনুসন্ধান (জ্ঞানই শক্তি), অথবা সামাজিক মানমর্যাদা বা স্বপ্নজগতের সুখ বা আত্মপলব্ধি। এছাড়াও সাধারণ গ্রন্থাগারে দর্শন শ্রবণের যন্ত্রপাতি, মাইক্রো রিপ্রোডাকশন এবং রেকর্ড করার সুবিধার ব্যবস্থা থাকা উচিত।

৬.৫ কার্যাবলি

ইউনেস্কোর সাধারণ গ্রন্থাগার ইস্তাহার, ১৯৭২ সালের সংশোধনীর এক অংশে বলা হয়েছে, "সাধারণ গ্রন্থাগার বয়স্ক ও শিশুদের তাদের সময়ের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার সুযোগ, তাদের শিক্ষার অবিচ্ছিন্ন সুযোগ ও বিজ্ঞান ও কলা বিষয়ের উন্নয়নে তাদের সচেতন রাখার ব্যবস্থা করে দেবে। এর বিষয়সূচির মধ্যে জ্ঞান ও সংস্কৃতির বিবর্তনে সজীব নিদর্শন থাকা দরকার, যা সর্বদাই পর্যালোচনা সময়োপযোগী করে আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে

পরিবেশন করতে হবে। এভাবে তাদের মতামত থেকে জনসাধারণ উপকৃত হবে ও তাদের সৃজনশীল ও বিশ্লেষণমূলক জ্ঞান ও সেই সঙ্গে হৃদয়ংগম করার শক্তি বৃদ্ধি পাবে। সাধারণ গ্রন্থাগার সংবাদ ও ভাব বিনিময় ঘটিয়ে থাকে, সেটা যেভাবেই প্রকাশ করা হোক না কেন।" এই দৃষ্টিভঙ্গিতে সাধারণ গ্রন্থাগারের কাজ হল ঃ

(i) সংবাদ ও শিক্ষার উৎসমুখে প্রবেশের সুযোগ করে দেওয়া ঃ

এই ধরনের কাজের পরিকল্পনা করার জন্য নিচের প্রশ্নগুলির বিষয়ে বিবেচনা করার প্রয়োজন হয় ঃ

কারা এই গ্রন্থাগার ব্যবহার করেন ? এর পরিষেবার বিষয়ে অবগত হলে এর সুযোগ গ্রহণ করতে কারা এগিয়ে আসবেন ? গ্রন্থাগারের সংগ্রহ ভবিষ্যতে কারা ব্যবহার করতে আসবেন ?

পুস্তক নির্বাচন ও সংগ্রহ করার আগে এইসব প্রশ্ন এবং এধরনের আরও অনেক প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। এজন্য গ্রন্থাগারকে নিয়মিত ও সুষ্ঠুভাবে পাঠকদের ওপর সমীক্ষা চালিয়ে সমাজের প্রকৃত ও সম্ভাব্য চাহিদার বিষয়ে অনুসন্ধান করতে হবে। এ ধরনের সমীক্ষার পর এলাকার চাহিদা অনুযায়ী সুন্দর সামঞ্জস্যপূর্ণ সংগ্রহ গড়ে তুলতে হবে। সংবাদের উৎস নির্বাচনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত যাতে এই অঞ্চলের জন্য সংগতিপূর্ণ শিক্ষার স্তর, শিক্ষার প্রতি আগ্রহ, কর্মমুখী শিক্ষার ধরন, শিল্পকারখানার প্রকৃতি, কৃষিদ্রব্য ইত্যাদির বিষয়ে প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করা যায়। পাঠকদের চাহিদা বিশ্লেষণ করার পর গ্রন্থাগারকে সংগ্রহের দিকে নজর দিতে হবে। তারপর শ্রেণিবিভাগ, ক্যাটালগিং, সূচক ও আনুষঙ্গিক পঞ্জীয়নের কাজ সমাধান করে পাঠকদের কাছে সহজে পৌঁছে দেবার জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। জনগণকে জ্ঞাত করার জন্যও কর্মসূচি গ্রহণ করা উচিত যাতে সামগ্রীগুলি শুধু হস্তগতই নয়, সমাজের মানুষের মধ্যে সাগ্রহ চাহিদাও সৃষ্টি হতে পারে। অশিক্ষিত ও নবশিক্ষিতদের মধ্যে দর্শন-শ্রবণ বা মাসমিডিয়া যোগাযোগ ব্যবস্থাও গড়ে তোলা দরকার। সংক্ষেপে, সাধারণ গ্রন্থাগারের জ্ঞান ও সংবাদ সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার জন্য উপকরণ ও পরিষেবার ব্যবস্থা করা উচিত।

(iii) প্রথা বহির্ভূত ও জীবনভর স্বশিক্ষায় উৎসাহদান ঃ গণতন্ত্রের সফলতা জনগণের সার্বজনীন শিক্ষার উপর নির্ভর করে। গণতান্ত্রিক সমাজ আশা করে যে তার জনসাধারণ স্বশাসিত, জ্ঞানবান, উদার, সহনশীল, স্বাধীনতার প্রবক্তা বিশ্ব নাগরিক এবং এই পৃথিবীতে বাস করার দরুন পৃথিবীকে আরও উন্নত ও সমৃদ্ধ করায় আগ্রহী। যখন মানুষকে এ ধরনের ব্যক্তি হিসাবে গণ্য করে সমাজ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা গড়ে ওঠে, তখন সমাজে সাধারণ গ্রন্থাগারের সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমাদের বোধ জন্মে যা আমাদের আশা পূরণ করতে পারে। গণতন্ত্রকে বিপদমুক্ত ও লাভজনক করে তুলতে প্রত্যেক নাগরিককে বর্তমান সমস্যাগুলি জানতে হবে এবং স্বাধীন বিচারবোধ গড়ে তোলা ও নিজের অবস্থার উন্নতি করার সুযোগ দিতে হবে। শিল্পায়ন সবরকম প্রাপ্ত সম্পদের বৌদ্ধিক সংরক্ষণ, উৎপাদনের চরম বৃদ্ধি এবং উন্নত ধরনের প্রযুক্তির সহায়তায় কাঁচামালের লাভজনক দ্রব্যের রূপান্তর সম্ভব করে তুলেছে। এর জন্য প্রয়োজন সর্বশেষ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও প্রযুক্তির অবিরাম বিস্তার ঘটানো।

সকলের জন্য জীবনের জোড়া শিক্ষার ব্যবস্থা করা একটি সামাজিক প্রয়োজন। এর অর্থ দাঁড়ায় সমাজের একজন বয়স্ক ব্যক্তি দক্ষতা, নতুন জ্ঞান ও যোগ্যতা অর্জন করে স্বশিক্ষার মাধ্যমে নিজের অবস্থার উন্নতি ঘটাবে। বয়স্ক শিক্ষা অনানুষ্ঠানিক, বাস্তবানুগ এবং তার বহুপ্রকার ভেদ আছে। বয়স্ক শিক্ষার উপযুক্ত মাধ্যম হল সাধারণ গ্রন্থাগার কেননা এটি অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পাঠ্যসামগ্রীর ও উপযুক্ত পরিবেশ উভয়ের ব্যবস্থা করে থাকে। দক্ষতা ও নির্ভরতার বাইরেও ধারাবাহিক স্বশিক্ষা একজন ব্যক্তির মনে আত্মতৃপ্তি ও বুদ্ধির বিকাশ ঘটিয়ে থাকে। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ গ্রন্থাগার এই ধরনের কাজের যথাযথ স্বীকৃতি ও উৎসাহদান আবশ্যক। বয়স্ক শিক্ষার মাধ্যমে হিসাবে এটি মাস কমিউনিকেশনের সঙ্গে সংবাদ প্রসারের জন্য ক্রমশ বেশিমাত্রায় দর্শন-শ্রবণ উপাদান ব্যবহার করে। অনুন্নত দেশে জনশিক্ষার প্রসার ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের এটাই একমাত্র মাধ্যম।

(iii) সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসাবে কাজ ঃ

সাধারণ গ্রন্থাগার সমাজের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। প্রত্যেক সমাজে নানা ধরনের মানুষ থাকে, যাদের বয়স, পেশা, ভাষা, ধর্ম ভিন্ন। রঙ্গানাথন বলেন, 'গ্রন্থাগার হল এক ধরনের সমাজ শক্তি কেন্দ্র যেখান থেকে সমাজের মানুষ মানসিক শক্তি অর্জন করে।' সমাজে বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক গোষ্ঠী থাকে যেমন শিশুদের ক্লাব, যুবাদের সংগঠন, বিভিন্ন পেশাভিত্তিক সংস্থা ও সমাজ। এইসব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার থেকে পরিপুষ্টির প্রয়োজন হয়। প্রকৃতপক্ষে এসব প্রতিষ্ঠানের কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে হতে পারে তার জন্য সাধারণ গ্রন্থাগারের সক্রিয় সমর্থন দরকার। ওদের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগারের একাত্মতা থাকা দরকার। সামাজিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসাবে কাজ করতে হলে সমাজে অন্যান্য সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর সমর্থনে গ্রন্থালয়ের বক্তৃতা, প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা, স্থানীয় অনুষ্ঠান ও বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতা ইত্যাদির আয়োজন করা উচিত।

(iv) স্থানীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যর উপকরণ সংগ্রহ করা ঃ

স্থানীয় ঐতিহাসিক সংগ্রহ গড়ে তোলার ব্যাপারে সাধারণ গ্রন্থাগারের উদ্যোগ নেওয়া উচিত। প্রতি সমাজেই তাদের শিল্প সৃষ্টি, ভাস্কর্য, চিত্রকলা এবং অতীতের গ্রন্থাগারের পাণ্ডুলিপির মাধ্যমে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পরম্পরার বিষয় নিয়ে গর্ব করে থাকে। সাধারণ গ্রন্থাগার একাজ করে তাদের অঞ্চলে পাওয়া মূল্যবান সাংস্কৃতিক দ্রব্য চিহ্নিত ও সংগ্রহ করে। এ ধরনের আঞ্চলিক ঐতিহাসিক নির্দশন জনসাধারণের দৃষ্টিগোচরে আনা দরকার যাতে তারা তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যর জন্য গর্ববোধ করতে পারে।

(v) চিন্তা উদ্দীপিত করা, বোধশক্তির বৃদ্ধি করা এবং গণতন্ত্রকে জোরালো করা ঃ

সমাজের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে গোষ্ঠীস্বার্থকে নতুন গতিদান করে ও নতুনভাবে ব্যাখ্যা করে সাধারণ গ্রন্থাগার সমাজ-সংহতি গড়ে তুলতে অবদান রাখতে পারে। শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে সাম্য সামাজিক ন্যায় ও বৌদ্ধিক স্বাধীনতা বৃদ্ধির প্রয়াস করতে পারে। একটি বিশেষ বিষয়ের ওপর বিভিন্ন ধরনের মতবাদ তুলে ধরে এটি আবেগমুক্ত বাস্তব চিন্তাধারায় উৎসাহ যোগাতে পারে। উদ্দেশ্যমুখী সমাজের এক নিরপেক্ষ মাধ্যম হিসাবে এটি মানুষের চিন্তাশক্তিকে উদ্‌বুদ্ধ করে অজ্ঞতা দূর করে। প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিকে তাদের নিজস্ব চিন্তাধারা নির্ভর ও পক্ষপাতশূন্য হয়ে প্রকাশ করার সুযোগ করে দেয়। এভাবে মুক্ত চিন্তা বোঝাপড়া, ভালোবাসা ও জ্ঞানবৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। আধুনিক সমাজের আদর্শ স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন জ্ঞান ও স্বাধীন পরামর্শদানের ধারণার ওপর মুখ্যত নির্ভরশীল। এধরনের আদর্শের পবিত্রতা রক্ষার দায়িত্ব প্রধানত সাধারণ গ্রন্থাগারের ওপর বর্তায়।

সমাজের সবরকম গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের ভেতরে একমাত্র সাধারণ গ্রন্থাগারই নিজেকে সব নীতি, রাজনীতি ও ধর্মের ওপর রাখতে পারে। অবশ্য একথা মনে রাখা দরকার যে গ্রন্থগার কখনো কখনো বিশেষ গোষ্ঠী স্বার্থের প্রতি আগ্রহ দেখিয়ে থাকে। কেননা বিশেষ বিবাদ বিসংবাদের মুহূর্তে তাদের উৎপত্তি হয়েছিল। কিন্তু সমাজের অংশীদার ও সাংস্কৃতিক সত্তা হিসাবে সাধারণ গ্রন্থাগারের একটি সংহতিমূলক ভূমিকাও আছে, যার ফলে সমাজের বিভিন্ন অংশকে একটি সাধারণ মঞ্চে একত্রিত করতে পারে। গোষ্ঠীস্বার্থ সমাজের সার্বিক স্বার্থর দ্বারা সমাধান করা যায় এবং খণ্ড জীবনধারার প্রতিকল্প হিসাবে গণতান্ত্রিক জীবনধারা গৃহীত হতে পারে। লিপিবদ্ধ জ্ঞানভাণ্ডার সমালোচনাত্মক পর্যালোচনা ও প্রয়োগকুশলতা কার্যকরীভাবে উন্মোচিত করে দেবার পর সহনশীলতার অনুকূল পরিবেশে বৈচিত্র্য ও ভিন্ন মত প্রকাশের সুযোগ করে দিয়ে সাধারণ গ্রন্থাগার মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়তা করে থাকে। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ গ্রন্থাগার গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলে এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে নিজের অস্তিত্বের সারবত্তা প্রমাণ করে।

৬.৬ সামাজিক তথ্য

ব্যক্তি ও তাদের পোষ্যবর্গকে জীবনের বিভিন্ন স্তরে যেসব সমস্যা ও সংকটের মধ্যে পড়তে হয় যেসব বিষয়ের সংবাদ, সমঅভিজ্ঞতা সম্পন্ন মানুষ যারা তাদের অবস্থার পরিবর্তন করতে চায়, তাদের জন্য সংবাদ, এবং স্থানীয় ও জাতীয় গণতন্ত্রে অংশগ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিগণের জন্য যাবতীয় সংবাদ সাধারণ গ্রন্থাগার পরিবেশন করে থাকে। যেসব লোকের প্রয়োজনীয় সাহায্যে পাবার সহজ উপায় ছিল না, তাদের জন্য সামগ্রিক সংবাদ পরিবেশন করাই সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রাথমিক আগ্রহ।

ঐতিহ্যগতভাবে সাধারণ গ্রন্থাগার, বই-এর মতো সনাতন উৎস থেকে নাগরিকদের সংবাদ পরিষেবা দিয়ে আসছে। কিন্তু বর্তমানে সাধারণ গ্রন্থাগারকে তার গণ্ডী থেকে বেরিয়ে আসতে হবে এবং ব্যবহারকারীদের পরিবর্তনশীল সংবাদ চাহিদাকে চিহ্নিত করে অতি সাম্প্রতিক সংবাদ চাহিদা মেটাবার ব্যবস্থা করতে হবে। এসব খবর নাগরিকদের প্রতিদিনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সমস্যা সমাধানের জন্য দরকার। এই ধরনের পরিষেবাকে সমাজ-সংবাদ-সেবা বলা হয়। সামাজিক তথ্য পরিষেবা (CLS) মাধ্যমে যে সংবাদ পরিবেশিত হয় সেগুলি আঞ্চলিক চাহিদাভিত্তিক। বিশেষ শ্রেণির মানুষের স্থানীয় চাহিদার কথা মনে রেখেই এই ধরনের সেবা গড়ে তুলতে হবে।

National Policy on Library and Information System (NAPLIS)-এর প্রতিবেদন অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে গ্রামীণ সাধারণ গ্রন্থাগারের বিষয়ে বিবেচনা করতে বলা হয়েছে। একটি বা কয়েকটি গ্রাম মিলে একটি সমাজ গ্রন্থাগার/গ্রামীণ সমাজ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে, যেটি সংবাদকেন্দ্র হিসাবেও কাজ করবে।

৬.৭ তথ্যের চাহিদা

জনসাধারণ তাদের যোগ্যতা যাচাই করার জন্য খবর জানতে চায়, কিন্তু কে তাদের সাহায্য করতে পারে, এবং যারা পরিবর্তনের জন্য সচেষ্ট, তাদেরই বা উপায় কী ? দারিদ্র্য, অসাম্য ও শিক্ষাগত অসুবিধা তাদের চাহিদা বাড়িয়ে দেয়, কিন্তু খবরের উৎসে পৌঁছবার সুযোগ করে সীমিত। তাদের অধিকার কতটা সে বিষয়ে তাদের জানা দরকার। স্থানীয়, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক স্তরে যা ঘটে চলেছে, তারা কীভাবে সেগুলি প্রভাবিত করতে পারে ? ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশে খবরের বিষয়ে জনসচেতনা বৃদ্ধি করার মতো অনেক প্রতিষ্ঠান আছে, যেগুলি ছাড়া মানুষ তাদের অস্তিত্বের বিষয়ে অজ্ঞই থেকে যেত। অধিকাংশ সাধারণ গ্রন্থগারের সমাজসংবাদ পরিষেবার প্রথম কাজ হল জনসংযোগ। পাঠকেরা তাদের জিজ্ঞাসার উত্তরে হয়তো গ্রন্থাগারের নিজস্ব পরিষেবার মধ্যেই ব্যবহারিক সংবাদ পেয়ে যাবে, অথবা যেসব প্রতিষ্ঠানে অনুপুঙ্খ সহায়তা পাওয়া যেতে পারে যেসব প্রতিষ্ঠানের সবিস্তার বিবরণ তাদের দেওয়া হবে।

উন্নয়নশীল দেশে সাহায্য পাবার মতো কতকগুলি বাড়তি উৎস থাকতে পারে। মালয়ীতে গ্রামীণ সমাজ সংবাদ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জাতীয় গ্রন্থাগার সমাজ সংবাদ পরিবেশনের ওপর অগ্রাধিকার দিয়েছে। এর উদ্দেশ্য এক ঢিলে দুই পাখি মারা। একদিকে জনগণকে দৈনন্দিন সমস্যার বিষয়ে মুদ্রিত সংবাদ পরিবেশন করা হয়, অপরদিকে নবস্বাক্ষরকারীদের দক্ষতা বজায় রাখার জন্য সাহায্য করা হয়। পশ্চিমবাংলায় ১৪৫৪টি গ্রামের জন্য গ্রামীণ গ্রন্থাগার সঙ্গে তথ্যকেন্দ্র (CLIC) নামের এক নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এসব গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বাস করা মানুষদের জন্য CLIC বই এবং প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পরিবেশন করে।

৬.৮ তথ্যের বিভিন্ন ধরন

সামাজিক তথ্যকে বাঞ্চ দুইভাগে ভাগ করেছেন, 'সফ্ট' ও 'হার্ড' তথ্য।

'সফ্ট তথ্য' হল স্থানীয় বা জাতীয় প্রতিষ্ঠানের বিস্তারিত বিবরণ যা বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সহায়তা করতে পারে। এদের পরিধি হল, বাস্তব ক্ষেত্রে সহায়তা (যেমন, অধিকার দাবি), পরামর্শ দেবার প্রতিষ্ঠান থেকে প্রচার ও স্বেচ্ছা-সহায়কারী গোষ্ঠী পর্যন্ত বিস্তৃত। সফ্ট তথ্যের মধ্যে আরও আছে মনোরঞ্জনকারী সংঘ ও সমাজ এবং জনগণের জীবনের মান উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।

হার্ড তথ্য হল, সমস্যা সমাধানের জন্য ঘটনা, যা আবার বিভিন্ন ধরনের হতে পারে ; যেমন বই, প্রচার পত্র, ছোট পুস্তিকা ও দৃষ্টিহীনদের জন্য বিশেষ করে শ্রবণযোগ্য ক্যাসেট। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনে কিছু হার্ড তথ্য ইলেকট্রনিক যন্ত্রেও পাওয়া যায়, যেমন সরকারি ও বেসরকারি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের দেওয়া শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।

৬.৯ টেলিকেন্দ্র হিসাবে গ্রামীণ গ্রন্থাগার ঃ একটি প্রস্তাব

প্রত্যন্ত অঞ্চলে সরকারি পরিষেবার দক্ষতা, প্রায়ই অপ্রতুল হতে দেখা যায় ; যেমন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সংবাদ পরিষেবা প্রচারের আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ করে সাধারণভাবে উন্নত করার সুযোগ রয়েছে। কম্প্যুটার আন্তর্জালের মাধ্যমে দ্রুত সম্প্রসারণশীল সম্পদের অনলাইন সংবাদ ও জ্ঞানভাণ্ডারের মাধ্যমে জনগণ লাভবান হতে পারে এবং তারা নিজেরাও এ বিষয়ে কিছু অবদান রাখতে পারে। দূরবর্তী স্থানের উৎপাদকরা বাজারের খবর জানতে চায়, যেমন বর্তমান মূল্য, তাদের দ্রব্য ও পরিষেবার সম্ভাব্য চাহিদা, যেমন কৃষিদ্রব্য, মৎস্য, সমুদ্রজাত খাদ্য, হস্তশিল্প ও প্রাকৃতিক সম্পদ। সরকারি সংবাদ মাধ্যমের সহজলভ্যতা, উদাহরণস্বরূপ সম্পত্তির উত্তরাধিকার বিনিময়ের দলিল, এবং কর ও ভর্তুকি বিষয়ের সংবাদ গ্রামাঞ্চলের ব্যবসা প্রসারের সাহায্য করবে। নগরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে গেলে গ্রাম্য সমাজেরও শহরের লোকদের মতো একই খরচে একইরকম পরিষেবা পাওয়া দরকার। প্রকৃতপক্ষে তাদের ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার ঘাটতি পূরণ করতে তাদের বরং আরও ভালো পরিষেবা পাওয়া দরকার।

৬.১০ অনুশীলনী

১. সাধারণ গ্রন্থাগারের লক্ষ্যর আলোচনা করুন।

২. সাধারণ গ্রন্থাগারের সংজ্ঞা কীভাবে দেবেন ?

৩. সমাজে সাধারণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা আলোচনা করুন।

৪. CLIS সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন।

৬.১১ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

১. Campbell, H.C. : Developing Public Library Systems and Services. Paris, UNESCO, 1983.

২. Gerard, D. Ed : Libraries in Society : a reader, Londondow Clive Bingley, 1978.

৩. Khanna, J. K. : Library and Scociety, Kurukshetra, Research Publications, 1987.

৪. Sahai, Shrinath : Library and the Community, New Delhi, Today and Tomorrows Printers and Publishers, 1973.